পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্থ সংস্থা :
১৯৬১ সালের রেজিস্ট্রেশন অব সোসাইটিজ অ্যাক্ট দ্বারা নিবন্ধীকৃত - রেজি: নং এস/আই এল/ ১৭৭২৬/২০০৩-০৪)

গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখা

জেসপ বিল্ডিং, ৬৩ নেতাজী সুভাষ রোড, ১ম তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : (০৩৩) ২২৩১-৮৩৩৫/৮৭২৯ // ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪২-৮৭৮৮ //
ওয়েবসাইট : www.wbprd.nic.in // ই-মেল dkpsrd@gmail.com

পত্রাঙ্ক : ১৩২৭/এস.আর.ডি-১/সহায়/২০০৮ **তারিখ : ২৮/১২/২০১০**

আদেশনামা

১। গ্রামীণ এলাকার সবচেয়ে দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে এবং যাতে তারা সারা বছর যথাসম্ভব সুস্থ ও সক্ষমভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সহায়তা (যেমন রান্না-করা খাবার, বাসস্থান, পোশাক এবং তাদের পক্ষে করা সম্ভব এমন রোজগারের ব্যবস্থা) সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সারা রাজ্য জুড়ে সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির কাজ চলছে ।

২। সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দ থেকে নীচের সারণীতে নির্ধারিত অর্থ নিম্নলিখিত জেলাগুলিকে অনুদান হিসাবে মঞ্জুর করা হল ।

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	টাকার অঙ্ক
১	উত্তর দিনাজপুর	২০,০০,০০০ (কুড়ি লক্ষ) টাকা
২	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৩০,০০,০০০ (তিরিশ লক্ষ) টাকা
৩	পশ্চিম মেদিনীপুর	২,০০,০০,০০০ (দুই কোটি) টাকা
৪	বাঁকুড়া	১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা
৫	পুরুলিয়া	১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা
৬	বীরভুম	১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা
৭	মুর্শিদাবাদ	১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা
মোট		**৮,৫০,০০,০০০ (আট কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা**

৩। এই পত্রের ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অর্থ উল্লিখিত জেলার ডি.আর.ডি. সেলের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর অর্থাৎ জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার প্রকল্প অধিকর্তার অনুকূলে অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক মারফত প্রদান করা হচ্ছে । সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অধিকর্তাগণ চেকের প্রাপ্তি স্বীকার করে উপযুক্ত রসিদ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থার অধীন গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখার নামে প্রদান করবেন ।

৪। জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অধিকর্তাগণ এই অর্থ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ১৭/০৬/২০১০ তারিখের ৩৯৬১ (৩৬)/আর.ডি./ও/ডি.পি.এফ./ ১ই-১/২০০৮ নং পত্রাঙ্কে এবং ২০/০৯/২০১০ তারিখের ৫৯২১(৩৬)/আর.ডি./ও/ডি.পি.এফ./ ১ই-১/২০০৮ নং পত্রাঙ্কে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সদ্ব্যবহার করবেন । অর্থাৎ, সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি রূপায়ণের কাজে তৎপর ও অগ্রণী গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি থেকে প্রাপ্ত পরিকল্পনা ও সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প অধিকর্তাগণ জেলায় অবস্থিত বৈদ্যুতিন অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির অ্যাকাউন্টে প্রয়োজন-ভিত্তিক অর্থ প্রদান করবেন । গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে এই অর্থ ০৩/০৮/২০০৯ তারিখের ৫০৩৪/আর.ডি/ও/ডি.পি.এফ/ ১ই-৩/২০০৮ নং আদেশনামা অনুযায়ী নির্দেশিত 'সহায় ফান্ড' নামে সেভিংস অ্যাকাউন্টে রাখতে হবে । যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত এখনও 'সহায় ফান্ড' নামে পৃথক সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলেনি, তাদের অবিলম্বে এই অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন ।

৫। এই আদেশনামা বলে প্রাপ্ত রাজ্য সরকারের সহায়তা বাবদ এই অর্থ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে কেবলমাত্র রান্না-করা খাবার সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারের সদস্যপিছু দিনপ্রতি ১০.০০ (দশ) টাকা হিসাবে খরচ করতে পারবে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সহায় প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির নির্দেশিকা অনুসারে দুঃস্থ বা সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলির সহায়তার উদ্দেশ্যে রান্না-করা খাবার সরবরাহ বাবদ খরচ ছাড়া যে অর্থ ব্যয় হবে তা অন্যান্য উৎস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংগ্রহ করতে হবে । সহায় পরিবারের সদস্যপিছু ১০.০০ (দশ) টাকা হিসাবে রাজ্য সরকারের বরাদ্দের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ১.০০ (এক) টাকা পর্যন্ত সহায় পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক সহায়তা দেওয়া, নিয়মিত তদারকি এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সহায়-বন্ধু হিসাবে নির্বাচিত স্বনির্ভর দল খরচ করতে পারবে । সহায় এবং পিছিয়ে পড়া গ্রাম সংক্রান্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে সহায়তা দেওয়ার জন্য নির্বাচিত ব্লকগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থার অধীনে কর্মরত তরুণ পেশাদারদের মাসিক ভাতা এবং সহায় ও সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য তাদের গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য স্থানে যাওয়ার জন্য দরকারি ভ্রমণ ভাতা এই অর্থ থেকে দেওয়া যাবে (যে জেলাতে প্রযোজ্য) ।

৬। জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখার প্রকল্প অধিকর্তাগণ সরকার নির্ধারিত যাবতীয় প্রযোজ্য নিয়মাবলী অনুসরণ করে প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করবেন, যথাযথভাবে হিসাব রাখবেন এবং ভবিষ্যতে নিরীক্ষকগণের উদ্ধৃত যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন । খরচের অগ্রগতির একটি প্রতিবেদন প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে । প্রাপ্ত অর্থের একটি 'সদ্ব্যবহার শংসাপত্র' আগামী ৩১/০৩/২০১১ তারিখের মধ্যে বা তার আগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থার অধীন গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখার কাছে অতি অবশ্যই পাঠিয়ে দিতে হবে ।

(দিলীপ পাল)
গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির অধিকর্তা,
এবং পদাধিকারবলে যুগ্ম সচিব

পত্রাঙ্ক : ১৩২৭/ ১(৯০)/এস.আর.ডি- ১/সহায়/২০০৮ তারিখ : ২৮/ ১২/২০১০

এই পত্রের প্রতিলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দেওয়া হল :

১) সভাধিপতি, ... জেলা পরিষদ
২) জেলা শাসক, ...
৩) প্রকল্প অধিকর্তা, জেলা গ্রামোন্নয়ন শাখা, ... জেলা পরিষদ
জেলার সকল মহকুমা শাসক, সভাপতি, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট প্রধানকে এই আদেশনামার প্রতিলিপি পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই ।
৪) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ...
৫) প্রশাসনিক আধিকারিক, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শাখা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সংস্থা
৬) জেলা সঞ্চালক, জেলা কর্মসূচি সঞ্চালন শাখা, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ, ...
৭) শ্রীমতী/শ্রী .....

(দিলীপ পাল)
গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির অধিকর্তা,
এবং পদাধিকারবলে যুগ্ম সচিব